নিবেদন

বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘সাহিত্যের উদ্দেশ্য’ প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন—‘সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব-মানবের ‘সহিত’ থাকিবার ভাব-মানবকে স্পর্শ করা মানব অনুভব করা’ মানুষের মাঝে বেঁচে থেকে মানুষের হৃদয়কে অনুভব করার জন্য আমার সাহিত্যের দ্বারে কড়া নাড়ব।

শিক্ষাগত জীবনে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর একপ্রকার ইচ্ছা করেই বাংলা সাহিত্যের পাঠ জগতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ে ২০০৫ সালে ভর্তি হই। বাংলা পড়তে এবং বাংলা নিয়ে ভাবতে শেখান সহকারী অধ্যাপক ড. সঙ্গীতা ঘোষ মহাশয়া। মহাবিদ্যালয়ে নানান খুনসুটিতে তিনটি বছর চলে যায়। সাম্মানিক বাংলা সাহিত্যের ফল মন্দ হয় না। ২০০৮ সালে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সুযোগও পেয়ে যাই। বাংলা ভাষা আমায় গ্রহণ করে নেয় পাঠক হিসাবে। কলকাতার মহানগরে বাংলাচর্চা করতে গিয়ে যে হোঁচট খাইনি তা নয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে যাঁর হাত ধরে নতুন করে ভালোবাসতে শিখেছিলাম তিনি হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ড. বরেন্দু মণ্ডল মহাশয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় ও বন্ধু দেবায়নের বিশ্বাসে স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষপত্র হিসেবে নিয়ে নেই ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’। এই সাহিত্য ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে আমাদের পঠনের থেকেও অনেক বেশি যুক্ত তাঁদের পাঠন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনন কুমার মণ্ডল মহাশয়। সত্যি স্বীকারে ভয় নেই, তাঁরা দু’জনেই ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ বিষয়ে যথেষ্ট ভালোবাসার জায়গা করে দিয়েছেন আমার মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনে নিয়মের নিগড়ে গবেষণাপত্র জমা দিতে হয়। আমি গবেষণাপত্রের কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের বিশেষ কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি কাজ জমা দেই। তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ, কৌতুক, স্বপ্ন, স্ল্যাং সবকিছু মনের অজান্তে আমার ভালো লেগে যায়। তাঁর সাহিত্যের কথা কলম যেন বাস্তবের প্রতিফলক, এই প্রতিফলিত আলোয় বৃহৎ গবেষণার বীজে উষ্ণতা দিয়ে রেখেছিলাম মনের ঈশানকোণে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হবার পর আমি আবার

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হই এম.ফিল. গবেষক হিসেবে, ২০১০-২০১২ শিক্ষাবর্ষে। এরই মাঝে আমি 'UGC NET' (JRF) ও 'WBCSC SET' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই ২০১১' তে। ঠিক সময়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. এর আবেদনপত্রের খবর দিয়ে বাধিত করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ড. সত্যবতী গিরি মহাশয়া ও ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয়। তাঁদের প্রতি আমি হার্দিক কৃতজ্ঞ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. Viva-Voce এ অংশ নিলে অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয় আমার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করেন নিজের তত্ত্বাবধানে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে অধ্যাপক তপন বাবু আমাকে নিজের মতো ভাবতে সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি শাসনও করেছিলেন আমার মত ফাঁকিবাজকে। গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক থেকে ধীরে ধীরে অভিভাবক হয়ে উঠেছেন; হ্যাঁ আজও ভয় পাই এই ভেবে কোনো কাজে (কাজের জগতে, জীবনে) ভুল করলে একজন আছেন সাজা দেওয়ার এবং আবার তা শুধরে নেওয়ার, আমাকে নিয়ে চিন্তা করার। প্রণামে ভক্তি ফোটে কিন্তু মন থেকে তাঁর পায়ের ধুলো আমার চলার পথে প্রেরণা, প্রতিরক্ষা।

আমার গবেষণা কাজের গতির উৎসাহ দানে বৌদির (মীনাক্ষী মণ্ডল) ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিশেষভাবে তার অনুপ্রেরণায় আজ গবেষণাপত্রটি পরিপূর্ণ বৃক্ষরূপে শাখা বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। তাঁর সাথে আলোচনায় কাজের নতুন চিন্তা ও দিশা পেয়েছি। তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক তপনবাবু ও বৌদির একমাত্র সম্পদ সম্পৎ মণ্ডল আমার কাজের জগতে অবসর যাপনের স্ফূর্তি। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। স্যারের সূত্রেই আলাপ ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক স্বপন আশ দাদার সঙ্গে। তাঁর অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমার গবেষণা কাজে ও জীবনে নানানভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

আমার মা (শ্রীমতী প্রতিমা দাস), বাবা (শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র দাস), দিদি (শ্রীমতী রুম্পা দাস [মিত্র মজুমদার]), জামাইবাবু (শ্রী দেবাশিষ মিত্র মজুমদার) ভাগ্নী দিৎসা নানানভাবে আমার গবেষণাকর্মকে পূর্ণতা দানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বারেবারে। তাঁদের প্রতি রইল আমার ভালোবাসা মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আমার গবেষণাকর্মের পীঠস্থান বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়, অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়, অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল মহাশয় (বর্তমানে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান), সহকারী অধ্যাপক ড. বিকাশ পাল, ড. সূর্য লামা মহাশয়, উর্বিদি, আশিস দা, বন্ধু সহকারী অধ্যাপক প্লাবন, দুই বোন সহকারী অধ্যাপক হাসনারা ও শর্মিষ্ঠা সকল স্যার ও ম্যামকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার দীর্ঘ গবেষণাকর্মের শরিক হয়ে নানাভাবে কাজকর্মে হাতবাটিয়ে কাজকে সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির দিকে ঠেলে দিয়ে আমার কাজকে সুন্দর করে তুলেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা বর্তমান রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কাছে। চাকরী সূত্রে তপন বাবু ডায়মণ্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলে দীপক বাবু ঐ সময় আমার দায়িত্ব নেন। তাঁর চিন্তা, যুক্তি, পরামর্শ, এমনকি তাঁর কাজ করার মানসিকতা, উৎসাহ আমাকে এখনো প্রলুব্ধ করে। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং আন্তরিক স্নেহধন্য। কাজের সূত্রে যখনই ফোনে কিংবা সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি নানান ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ঋণী করে রেখেছেন। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই স্যারের স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বলাকাকেও।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সত্যবতী গিরি মহাশয়া, ড. জয়দ্বীপ ঘোষ মহাশয়, ড. রাজেশ্বর সিন্‌হা মহাশয়, আব্দুল কাফি মহাশয় প্রভূত সকল স্যার ম্যামদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণাকর্মে তাঁদের সুচিন্তিত ভাবনাগুলি আমায় ঋদ্ধ করে তুলেছে। তাঁদের প্রত্যেককে আমার বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা।

কৃতজ্ঞতা জানাই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিকাশ রায় মহাশয়কে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আমাকে লেখার সুযোগ দিয়ে ভাবনার নতুন দিশা দেখিয়েছেন। গবেষণাকর্মে আধুনিক দৃষ্টি তাঁরই কারণে অনেক বেশি স্বচ্ছল হয়েছে। বিষয়কে অন্যভাবে ভাবতে তিনি শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়কে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনৎ কুমার নস্কর মহাশয়কে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ড. শ্রাবণী পাল মহাশয়াকে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অপর্ণা রায় মহাশয়াকে, ড. রীতা মোদক মহাশয়াকে। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমার গবেষণা কর্মের আশিস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, কারণ কর্তৃপক্ষ আমায় সঠিক সময়ে সঠিকভাবে অর্থ প্রদান করে কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নিবন্ধকের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান আইন প্রক্রিয়া এবং কাজটি দ্রুততায় জমা দিতে পরোক্ষ সাহায্য করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ D.O. ম্যাম ও অমিতদা'র কাছেও। JRF সম্পর্কিত সমস্ত অসুবিধে তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে মিটিয়ে দিয়েছেন। গবেষণাকর্মে তাঁদের উপদেশ ও তাড়া আমার কাজের গতির ধ্বনাত্মক। অমিত দা নিজের দাদার মত আজও খোঁজ খবর রাখে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে আমি অনন্যভাবে ঋণে জড়িত। আমার বেশিরভাগ সময় কেটেছে এখানে। গ্রন্থাগারের প্রতিটি কর্মী আমার আত্মীয় ও শুভচিন্তক। পরিমল দা, কৃষ্ণ দা, শ্রীমন্ত দা, কবিরাজ দা, বাট্টু দা, মিন্টু দা, অনিল দা, সঞ্জয় দা, অনিরুদ্ধ দা অশোক দা, রাকেস দা, ভাই বিশ্ব প্রভূত সকলের কাছে আমি হার্দিকভাবে কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রী বৃন্দাবন কর্মকার মহাশয়কেও গ্রন্থাগারের প্রতিটি প্রান্তে আমায় নানান কাজে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বিশেষভাবে ধন্য করেছেন। বাংলা তাঁরও বিষয় ছিল বলে নানান উপদেশ, পরামর্শ ও গল্পকথা তাঁর কাছ থেকে আমি উপহার পেয়েছি। আমার কাজের প্রচুর বই এই গ্রন্থাগারে খুঁজে পেয়েছি। গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর আমার কাছে সঠিক ভাষা নেই। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে ও আইভিদিকে। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া দুষ্কর কেননা তিনি আজও নিয়মিত বই পড়েন। তাঁর পরামর্শ আর বকুনি আমার গবেষণার লেখনী। দিদি এইভাবে আমাদেরকে আগামীতেও সাহায্য করবে - এটি প্রত্যাষা নয়, আবদার। কৃতজ্ঞতা জানাই কোচবিহারের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারকে, কোলকাতার পার্কসার্কাসে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনার গ্রন্থাগারকে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারকে, কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে, গোলপার্কের রামকৃষ্ণমঠের গ্রন্থাগারকে আর শ্রী সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের 'লিটিল ম্যাগাজিন' গ্রন্থাগারকে।

এই গ্রন্থাগারগুলির অমূল্য বই আমার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যে বইগুলি আমি গবেষণাকর্মে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে পারিনি তা এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে পেয়েছি। এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে গ্রন্থসংগ্রহতে আমাকে সাহায্য করেছে বন্ধু অরুণাভ মিত্র (বর্তমানে চারুচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক) ও যাদবপুরের বিশিষ্ট গবেষক আমার ভাই মহর্ষি সরকার। এরা দুইজন আমার কোলকাতার গ্রন্থসংগ্রহের অভাবকে পূর্ণতা দিয়েছে। সবসময় আমি এদের সাহায্য পেয়েছি। কৃতজ্ঞতায় নয় চায়ের ধোঁয়ার আড্ডায় আমি জানি সবসময় তোরা থাকবি, এই বিশ্বাস ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বাংলা বিভাগের অশিক্ষক কর্মী স্বর্গত জয়ন্তী দিদির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবার প্রয়োজনীয়তা। ভালোবাসার বকুনিতে তিনি ছিলেন কাছের মানুষ। তাঁর চলে যাওয়াটা আমাকে আজও কষ্ট দেয়। এছাড়াও রাজীব দাদা, রমেশ দাদার কাছে আমি ঋণী, তাঁরা বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে আমায় নানানভাবে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা দিলীপ কুমার সিংহ মহাশয়কে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম। তিনি ও তাঁর সহযোগী প্রত্যেকেই জটিলতাপূর্ণ গবেষণার নানান প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জলবৎ তরল করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে বুবুন কুমার বর্মণ দাদাকে। দাদা আমার কাজটিকে সুন্দরভাবে টাইপ করে বাঁধাই করে পরিবেশনের সুযোগ করে দিয়ে আমায় ধন্য ও চিরকৃতজ্ঞ করেছে। দাদার প্রতি আমার প্রণাম ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

চলার পথে বন্ধু আছে থাকবে। বন্ধু দেবায়ন চৌধুরী, অরুণাভ মিত্র কলকাতা থেকে নানান প্রয়োজনের বই পাঠিয়ে আমাকে ভালোবাসায় বেঁধেছে এবং গবেষণাকর্মকে সমাপ্তি দানে উৎসাহ দিয়েছে। তাদেরকে অনেক ভালোবাসা। বন্ধু প্লাবন সিংহ, হাবিবুর রহমান, কলকাতায় যখনই গেছি তাদের রাখা ঘর ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে স্নেহ এবং ভালোবাসার ডোরে বেঁধেছে, তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। যদিও এখন সে আমার স্যার তবুও বন্ধুত্বের দাবি একমাত্র দাবি। কৃতজ্ঞতা নয় কারণ আমরা সব বন্ধুরা জানি এখনো সবার কাছে সবার আরো জ্বালাতন বাকি আছে। সেই ‘বাকি ইতিহাসে’র ফসল আমাদের প্রত্যেকের গবেষণাকর্ম, কিছু পূর্ণ কিছু চলছে। SRF নিযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এবং কাজে উৎসাহ দিয়ে কুন্তল সিন্হা অনেক সাহায্য করেছে তাকে ভালোবাসা জানাই। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের

সহকারী অধ্যাপক দাদা শান্তনু দা এছাড়া মুন্সী সাইফুল দা, মৃদুল দা, পাতাউর দা, মিঠুন দা প্রত্যেকে আমাকে ভাইয়ের মত গবেষণাকর্মে উৎসাহ, পরামর্শ ও বকুনি দিয়েছে। তাদের প্রতেকের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তোমরা ছিলে, আছ আমার সাথে তাই আমার গবেষণাকর্মটির যাত্রাপথ এত সহজ হয়েছে। বন্ধু মনোজিৎ পাল, সম্রাট সিন্হা, সুজিত গুপ্তা, অনুপ দাস, পঙ্কজ মিশ্র বান্ধবী উর্মি মিশ্র, ক্যামেলিয়া দেব, অসম বয়সী বান্ধবী ঐন্দ্রিলা সরকার, মৌসুমি সিন্হা দত্ত, ভাই সাগর সিন্হা, দিলীপ হাজরা, অমিত বর্মণ, আলিপনুর আহমেদ এরা প্রত্যেকে নানান সময়ে নানানভাবে সাহায্য করে আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে আমায় ভালোবাসার ঋণে জড়িয়ে রেখেছে, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসার ক্লান্তি নেই।

আমার জীবনের দুই সাহা বন্ধু ও ভাই সুবীর সাহা ও মানিকলাল সাহা গবেষণার বিপদ মুহূর্তে আপৎকালীন সময়ে সাহায্য করে ভালোবাসায় নিবদ্ধ করেছে। আমার যুক্তি, চিন্তার অপর পাঠ হল আমার ভাই মানিকলাল সাহা। মানিক না থাকলে এই গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হত কি না সন্দেহ। আমাকে প্রতি মুহূর্তে উৎসাহিত করা, কাজের প্রতিটি প্রুফ দেখা, আমাকে পাড়ানোর জন্য আমার সঙ্গে তার রাত জাগা। সত্যি অতুলনীয়। এছাড়াও আরেকজন হল সুশান্ত বেহেরা। কৃতজ্ঞতা নয় ভালোবাসার আবদারে জানাই আমি ‘ঠিকানা বদল’ চাই না।

আমার শিলিগুড়ির ঘরের মালিক ধীমান দা কে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সমস্ত অসুবিধে তিনি আমার মেনে নিয়েছেন হাসি মুখে, কখনো কোনো চাপ দেয়নি প্রয়োজনে বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বাসা তাঁর কারণেই হয়েছে ভালোবাসা। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তম দা’কে ও বৌদিকে। তাদের রান্না অনেক সময় অভুক্তদের ক্ষুধা নিবারণ করেছে। চায়ের দোকানদার প্রবীরকাকা ও তাঁর পরিবার উদরের তৃপ্তি দিয়েছে আত্মীয়তার আন্তরিকতায়। মেসের ভাই সাগর, শুভ্রজিৎ, প্রশান্ত, এরিক, কুশল, শুভজিৎ সকলকে আমার ভালোবাসা মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা। তাদের উপস্থিতি ও আমাকে দেওয়া সম্মান আমাকে ঋদ্ধ করেছে। মেসের পরিবেশ শান্ত রেখে আমার কাজকে গতি দিয়েছে। মেসের আমার বাংলা বিভাগের তিন ভাই নিরু, বিপ্লব ও বাপ্পিকেও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এরাও প্রুফ ও অন্যান্য নানান গবেষণার কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছে। তাদের ঋণ ভুলবার নয়।

আমার কাজের জগতের অর্থাৎ দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের স্বর্গত অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ড. সাধনচন্দ্র কর মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সুচিন্তিত মতামত আমাকে ঋদ্ধ করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে আরেকজন স্বর্গত অধ্যাপক ড. প্রদীপ চন্দ্র সাহাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের চলে যাওয়াটা আজও আমায় ব্যাথিত করে। বর্তমান TIC প্রাক্তণ বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অভিতাভ দত্ত মহাশয়কেও কৃতজ্ঞতা জানাই। কাজের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্রয়, পরামর্শ ও বকুনি আমার গবেষণাকর্মকে সাহায্য করেছে। এছাড়াও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ মহাশয়া, শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উত্তম সরকার, পদার্থ বিজ্ঞানের দীপঙ্কর সরকার, গণিতের রাকেশ, রঞ্জন, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের কিশোর থাপা মহাশয়, অর্থনীতি বিভাগের সুরৎ বীর, ভূগোল বিভাগের বাপ্পা দা, তন্ময় দা, সংস্কৃত বিভাগের তিনি চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগের পঙ্কজ স্যার, অনিন্দিতা দিদি, পায়েল সহ সকলেই আমাকে কাজের জগৎ থেকে গবেষণার জগতে যাবার সুযোগ করে দিয়ে ভালোবাসা ও স্নেহের জালে আবদ্ধ করেছে। প্রত্যেককে প্রণাম, ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।

কোনো কাজই সম্পর্ণ নয়, সম্পূর্ণতার প্রয়াসমাত্র। তবে আমার গবেষণাকর্মে ব্যক্তিগত কিছু ত্রুটি থেকে গেছে অসাবধানতা বশত, তার জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃতজ্ঞতার সাথে আরেকবার বিনম্র প্রণাম জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক গুরু অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয়কে। তাঁর মূল্যবান সময়ের মুক্তপ্রাণ সাহায্য না পেলে 'ছোটগল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ' কাজটি হয়তো কোনোদিনই শেষের মাইলস্টোন স্পর্শ করতে পারতো না। স্যারকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। আমার শুধু গবেষণায় নয় জীবনেও—

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোনখানে রাখব প্রণাম।

('প্রণমি', কবি দিনেশ দাস)